শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, লেভেল-০৩
৩৭-৩-এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা ঢাকা-১০০০
www.dme.gov.bd

স্মারক নং-৫৭.২৫.০০০০.০০৭.০২.০০১.১৫-২৯ তারিখ : ২৭-০১-২০১৯খ্রি: ।

বিষয়ঃ- **নেটমিটারিং গাইডলাইন-২০০৮ অনুসরণে সৌরবিদ্যুৎ সিষ্টেম স্থাপন প্রসঙ্গে।**

সূত্রঃ (১) বিদ্যুৎ বিভাগের স্মারক নং-২৭.০২.০০০০.০৩১.১৪.০১০.১৭.৭৪৫ তারিখ : -০২-০১-২০১৯ খ্রি: ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে জানানো যাচ্ছে যে, বিদ্যুৎ গ্রাহক কর্তৃক নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস হতে স্বল্প ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার এবং ব্যবহারের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সরকারের নিকট বিক্রয়ের মাধ্যমে লাভবান হওয়ার লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে "নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০১৮" প্রনয়ন করেছে । এ গাইডলাইন অনুসরণে স্থাপিত সিষ্টেম (সোলার রুফটপ,বায়োগ্যাস ইত্যাদি) থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের মাধ্যমে নিজস্ব চহিদা পূরণের পাশাপাশি অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিতরণ ইউটিলিটির গ্রিডে সরবরাহ করা যাবে। এর ফলে একদিকে যেমন নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের অপচয় রোধ হবে, অন্যদিকে স্বীয় বিদ্যুৎ বিলে সাশ্রয় এবং নিজস্ব প্রয়োজন মিটিয়ে জাতীয় ইউটিলিটি গ্রিডে সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ বিক্রয়ের মাধ্যমে আর্থিকভাবেও লাভবান হওয়া যাবে।

০২। সাধারণত ভবনের অধিকাংশ রুফটপই (ছাদের উপরিভাগ) পুরোপুরি বা আংশিকভাবে অব্যবহৃত থাকে। এই সকল ছাদে এবং কম্পাউন্ডের ভিতরে অব্যবহৃত খালি জায়গায় নেট মিটারিং পদ্ধতিতে রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপন করা গেলে তা গ্রাহকের নিজস্ব বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর পর চাহিদার অতিরিক্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করতে পারবে। সরকার এই মডেল সৌর বিদ্যুৎ স্থাপনকে একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে দেখছে এবং সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানের স্থাপনায় এই ধরণের সিস্টেম স্থাপনের উৎসাহ যোগাচ্ছে। উল্লেখ্য যেসব ভবনের ছাদে ইতোমধ্যে সোলার রুফটপ (অফগ্রিড মডেলে) স্থাপিত আছে, সেগুলোও স্বল্প ব্যয়ে খুব সহজেই নেট মিটারিং মডেলে রুপান্তর করা যাবে। বিস্তারিত জানতে ও নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০১৮ এর জন্য স্রেডার ওয়েবসাইট www.sreda.gov.bd ভিজিট করা যেতে পারে। নির্দেশিকার কপি উক্ত ওয়েবসাইটের "কাগজ পত্র আইন এবং নীতিসমূহ" শিরোনামীয় পেইজে পাওয়া যাবে (নমুনা সংযুক্ত) । নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ জ্বালানির নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আপনার সহযোগিতা কাম্য।

০৩। এমতাবস্থায়, উপরিউক্ত নির্দেশনার আলোকে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন বিএমটিটিআই, ০৩টি সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা এবং বেসরকারি মাদ্রাসাসমূহে অনুমোদিত/স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নেটমিটারিং গাইডলাইন-২০০৮ অনুসরণে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের ছাদের উপরি ভাগে অথবা কম্পাউন্ডের ভিতরে খালি যায়গায় সৌরবিদ্যুৎ সিষ্টেম স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে ০২ ফর্দ ।

২৭/১/১৯

(সফিউদ্দিন আহমদ)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
ফোন নং- ৪১০৩০১৫৯
ই-মেইল নং-dgdmed@gmail.com

বিতরণঃ

প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য প্রেরণ করা হলো।

১। অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (বিএমটিটিআই), গাজীপুর ।
২। অধ্যক্ষ, মাদ্রাসা-ই- আলিয়া, ঢাকা/অধ্যক্ষ, সরকারি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বগুড়া/সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা, সিলেট।
৩। জেলা শিক্ষা অফিসার .....সকল।
৪। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ..... সকল।
৫। অধ্যক্ষ..... সকল মাদ্রসা ।
৬। সুপার..... সকল মাদ্রসা ।

অনুলিপি :
১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিবহন পূল ভবন (৯ম-তলা), সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা ।
২। অফিস কপি।

Farid.S.A.S -3

[নমুনা]

নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০১৮

বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[নমুনা]

১. পটভূমি

আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিদ্যুৎ অপরিহার্য। রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী দেশের সকল নাগরিককে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনতে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। সার্বজনীন বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের অভিপ্রায়ে জ্বালানি বহুমুখীকরণকে বিদ্যুৎ বিভাগ অন্যতম কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে। জ্বালানি বহুমুখীকরণের আওতায় প্রচলিত জীবাশ্ম জ্বালানির পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিসি-৭) অন্যতম অভীষ্ট লক্ষ্য। বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ২০২০ সাল নাগাদ মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ১০% অর্থাৎ মোট প্রায় ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য উৎস হতে উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রধান উৎসমূহ হচ্ছে- সৌর শক্তি, হাইড্রো, বায়োগ্যাস, বায়োমাস, জিয়োথারমাল, ওয়েভ এবং টাইডাল এনার্জি। ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির সবচেয়ে সম্ভাবনাময় উৎস হচ্ছে সৌর শক্তি। সৌর শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এ যাবৎ প্রায় ২৭০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে যার সিংহভাগই এসেছে প্রত্যন্ত অঞ্চলে অফগ্রিড এলাকায় স্ট্যান্ড এলোন হিসাবে স্থাপিত সোলার হোম সিস্টেম হতে। ইতোমধ্যে সোলার হোম সিস্টেমের প্রায় ৫(পাঁচ) মিলিয়ন অতিক্রম করেছে। কিন্তু প্রতি মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য তিন একরের অধিক ভূমির প্রয়োজন হওয়ায় বৃহৎ আকারের সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ভূমির সংস্থান দুরূহ। এ কারণে গ্রিডে সংযুক্ত বিভিন্ন স্থাপনা যেমন বাসা-বাড়ি, শিল্প কারখানার অব্যবহৃত ছাদে সোলার সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে। ছাদে সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অবদান বৃদ্ধি পাবে। সোলার সিস্টেম স্থাপনের জন্য অনগ্রিড বিদ্যুৎ গ্রাহককে প্রণোদনা দেয়ার ব্যবস্থা করা হলে তা নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকে উৎসাহিত করবে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউটেড জেনারেশনকে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে নেট মিটারিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নেট মিটারিং পদ্ধতিতেবিদ্যুৎ গ্রাহক নিজ স্থাপনায় স্থাপিত নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক সিস্টেমে উৎপাদিত বিদ্যুৎ নিজে ব্যবহার করে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বিতরণ গ্রিডে সরবরাহ করেন। এভাবে সরবরাহকৃত বিদ্যুতের জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল পরবর্তী মাসের সাথে সমন্বয় করা হয়। এ প্রক্রিয়ার ফলে গ্রাহকের বিদ্যুৎ খরচ সাশ্রয় হয়। এ পর্যন্ত প্রতিবেশী ভারত, শ্রীলঙ্কাসহ বিশ্বের পঞ্চাশটিরও অধিক দেশে নেট মিটারিং পদ্ধতি চালু রয়েছে। ইতোমধ্যে বগুড়া জেলায় খাদ্য অধিদপ্তরের একটি ভবনের ছাদে স্থাপিত সোলার সিস্টেমকে বিতরণ গ্রিডের সাথে সংযুক্ত করে নেট মিটারিং প্রক্রিয়ায় বিদ্যুৎ আমদানি-রপ্তানি করা হচ্ছে। এতে বিদ্যুৎ খরচের সাশ্রয় হয় বলে এ বিষয়ে বিদ্যুৎ গ্রাহকগণ উৎসাহিত হতে পারেন। বর্ণিত পরিস্থিতিতে, অনগ্রিড এলাকায় বিদ্যুৎ গ্রাহকগণকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে নেট মিটারিং সুবিধা প্রদানের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ নেট মিটারিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

নির্দেশিকাটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হচ্ছে। বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতে নির্দেশিকাটি প্রয়োজন অনুসারে সংশোধন এবং পরিমার্জন করা হবে।

[নির্দেশিকার কপি www.sreda.gov.bd ওয়েবসাইটের "কাগজপত্র: আইন এবং নীতিসমূহ" পেইজে পাওয়া যাবে (৩৭ পাতা)]